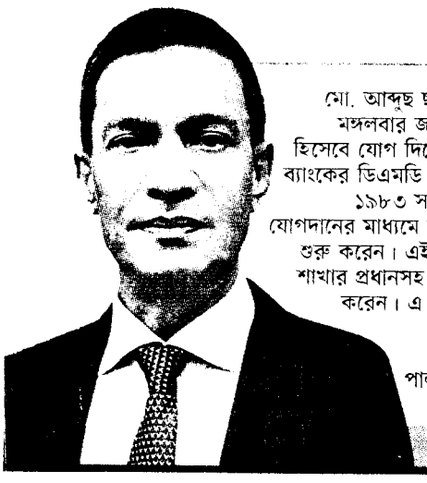

মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ (এফ এফ) গত মঙ্গলবার জনতা ব্যাংকের সিইও ও এমডি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের ডিএমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি জনতা ব্যাংকে ক্যারিয়ার শুরু করেন। এই ব্যাংকের মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন শাখার প্রধানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা ও ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

দৈনিক যুগান্তর

জনতা ব্যাংকের সিইও হলেন আবদুছ ছালাম আজাদ

মো. আবদুছ ছালাম আজাদ (এফএফ) জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। আবদুছ ছালাম আজাদ ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কসপ, সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। মো. আবদুছ ছালাম আজাদ ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার চর নবীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক মানবজমিন

তারিখ ঃ 08 DEC 2017

জনতা ব্যাংকের সিইও এবং এমডি হলেন মো. আবদুছ ছালাম আজাদ

মো. আবদুছ ছালাম আজাদ (এফ.এফ) গত মঙ্গলবার জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন। সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি একই ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তারও আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মো. আবদুছ ছালাম আজাদ ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখার প্রধানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা ও ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কসপ, সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মো. আবদুছ ছালাম আজাদ ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেল্যাস্থ চর নবীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আনসার আলী এবং মাতার নাম মরহুম সূর্য বানু নেসা। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ হতে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিজ্ঞপ্তি

Bangladesh Post

07 DEC 2017

Salam joins Janata Bank as CEO, Managing Director

BD Post Business Desk

Md. Abdus Salam Azad has joined Janata Bank Limited as CEO & Managing Director on Tuesday last.

Earlier, was deputy managing director of Janata Bank Limited since 7th April, 2016.

Prior to joining Janata Bank Ltd, Abdus Salam served as the deputy managing director of Bangladesh Krishi Bank (BKB). He was born in a Muslim family of village Char Nabipur at Sahzadpur in Sirajgonj.

দৈনিক বণিক বার্তা

0 8 DEC 2017

জনতা ব্যাংকের ৫০০তম বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে পর্ষদের ৫০০তম সভা সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যাংকের পরিচালক মানিক চন্দ্র দে, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এ কে ফজলুল আহাদ, সেলিমা আহ্মাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম ও মো. আবদুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সেক্রেটারি হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express

তারিখ ঃ 0 8 DEC 2017

Misleading forex info

BB scanning 26 banks' replies

Siddique Islam

Bangladesh Bank (BB) is now scrutinising the responses by 26 commercial banks on their alleged attempts to mislead the central bank with 'untrue information' about foreign exchange rates offered particularly to the importers.

In response to show-cause notices served by the central bank, the banks recently clarified their positions on the allegations and sought exemption from the allegation, according to officials.

They also gave formal commitments to stay alert in this regard in future.

"We'll decide the next course of action after completing scrutiny of the clarifications earlier submitted by the banks concerned," SK Sur Chowdhury, deputy

Continued to page 7 Col. 5

BB scanning 26 banks' replies

Continued from page 1 col. 2

governor of Bangladesh Bank (BB) told the FE on Thursday.

The BB officials, however, said the banks have explained their positions on the allegation and mentioned overall situation of the foreign exchange (forex) market.

The central bank earlier served show-cause notices to 26 banks in three phases, asking them to explain their positions on differentiate reporting of foreign exchange rates-particularly BC (Bills for Collection) selling to the BB within two working days.

In the notices, the BB had asked the managing directors (MDs) and chief executive officers (CEOs) of the banks as to why the central bank should not take actions against banks in line with the Banking Companies Act.

In the second half of November 2017, a good number of banks reported on their BC selling rate ranging between Tk 82.90 and Tk 82.95 to the central bank, using 'web-link' by 11 am each working day.

The banks, however, traded the US dollar between Tk 84.50 and Tk 85.50 in the name of 'corporate deal', according to the market insiders. The rates were not reported to the central bank, they added.

"We had issued the show-cause notices to the banks on the basis of our inspection reports," another BB official said, replying to a query.

On the other hand, a senior treasury official of a leading private commercial bank said, some banks had offered higher rates on the US dollar to the exporters for maintaining business relations.

"We had also offered higher rates on the US currency to overseas exchange houses for receiving inward remittances to meet our internal foreign currency requirements," he said.

He further said that some overseas exchange houses and exporters were also responsible for creating the recent volatility in the forex market.

Meanwhile, the Bangladesh currency maintained a deprecating trend against the US currency in the recent months mainly due to short supply of the greenback in the forex market.

In the inter-bank forex market, the Taka depreciated further by 10 paisa on Thursday against the US dollar due to a higher demand for the greenback.

The exchange rate of the Taka against the US dollar was quoted maximum at Tk 82.50 on the day against Tk 82.40 of the previous working day, according to the market operators.

The BB has provided its foreign exchange support continuously through selling the US dollar to the banks for settlement of the import bills.

As part of the move, the central bank directly sold US$ 30 million at market rate to two commercial banks on Thursday to meet the growing demand for the greenback.

"We're selling the foreign currency to the banks to settle outstanding letters of credit (LCs) against imports, particularly of fuel oil, food grains and capital machinery," another BB official said.

The central banker also said that such liquidity support might continue in line with the market requirement. "We're monitoring the overall forex market situation closely."

The BB has resumed providing the foreign exchange support in the recent months through selling of the US currency to the banks directly to keep the market stable.

A total of $844 million was sold since July 01 of this fiscal year, 2017-18, to the commercial banks as part of its ongoing support, according to BB's latest data.

The market operators said the demand for the US dollar is gradually increasing, mainly due to higher import payments pressure-particularly of capital machinery, petroleum products and consumer items, including food grains.

siddique.islam@gmail.com

দৈনিক ভোরের ডাক

তারিখ 0 8 DEC 2017

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতির ৭ কারণ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : সরকারি ব্যাংকগুলোতে বারবার ঋণ জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। এর পেছনে রয়েছে সাতটি কারণ। এগুলো হলো– রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে রাজনীতিবিদদের নিয়োগ, সরকার সমর্থিত সিবিএ নেতাদের দৌরাত্ম্য, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দলকানা কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলায় অক্ষমতা, সঠিক নজরদারি না করা, দলিলসহ জমিজমা সংক্রান্ত কাগজপত্র বোঝার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও মাঠ জরিপে ত্রুটি থাকা। নীতিনির্ধারকরাও সরকারি কয়েকটি ব্যাংকে সংঘটিত এসব বিষয় জানেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয় না। এ কারণে সরকারি ব্যাংকগুলোতে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা। ভেঙে পড়ছে পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম। লোপাট হচ্ছে জনগণের আমানত। এক্ষেত্রে ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকেন পরিচালনা পর্ষদের নেতারা। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে শাস্তি পান ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের লাগামহীন দুর্নীতির খেসারত দিচ্ছে সরকার। বছর শেষে মূলধন ঘাটতিতে পড়ছে ব্যাংক। এ কারণে সরকারকে সেই ঘাটতি মেটাতে দিতে হয় মূলধন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে সরকারি চারটি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি মেটানোর জন্য ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। ২০১৪ সালেও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোকে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত আট বছরের মধ্যে সাত বছরই পুনঃমূলধনের নামে ব্যাংকগুলোকে দেয়া হয়েছে ১১ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার আরও দুই হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। গত ৯ অর্থবছরে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা যোগান পেয়েছে সরকারি ব্যাংকগুলো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকার মনোনীতরা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে নিজেদের পছন্দের বিষয়গুলো তুলে অনুমোদন করিয়ে নেন। অনেক সময় কেউ কেউ তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে চাপও সৃষ্টি করেন। আইনগত বাধা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা তা বুঝতে কিংবা যুক্তি মানতে চান না। যে কোনোভাবে হোক নিজেদের বিষয়গুলো অনুমোদন করানোই থাকে তাদের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ব্যাংকের এমডি বা নির্বাহীরা আইনের বাইরে যেতে চান না। এতে ব্যাংকের নির্বাহীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য পরিচালকরা। একপর্যায়ে তারা দেখে নেওয়ার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ কারণে প্রকাশ্যে নাজেহাল হওয়ার ঘটনাও তৈরি হয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, পরিচালনা পর্ষদের সরকার সমর্থিত পরিচালক ও দলকানা সিবিএ'র নেতারা ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১*

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতির ৭ কারণ

শেষ পৃষ্ঠার পর : এসব নেতার অধিকাংশই প্রায় প্রতিদিন ব্যাংকের এমডিসহ জিএম-এর রুমে বিভিন্ন তদবির নিয়ে সময় কাটান। এর মধ্যে থাকে রাজনৈতিক জনসংযোগ, বড় অঙ্কের ঋণ অনুমোদন, ঋণের টাকা ছাড় ও ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি প্রভৃতি। ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজকর্মও তদারকি করেন তারা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের গাড়ি, চালক, জ্বালানি, টেলিফোন, ফ্যাক্স এমনকি ই-মেইল পর্যন্ত ব্যবহার করেন ওই নেতারা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে সম্পদ লুটপাটের অভিযোগ অনেকদিনের। এর সঙ্গে ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা অনেকাংশে জড়িত এমন অভিযোগও রয়েছে। এগুলো হলো– রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত বেসিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল)।

অভিযোগ রয়েছে, এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায়। এক্ষেত্রে প্রায় সব আমলেই উপেক্ষিত হয়েছে মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা। ফলে সরকারি দলের সমর্থক হওয়ায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা ঋণ অনুমোদন-বিতরণ ও ব্যাংকের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে প্রভাব খাটিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন কাড়ি কাড়ি টাকা। কেউ কেউ নিজের, কখনও পরিবারের অন্য সদস্যের, আবার কখনও আত্মীয়স্বজনের নামে নিচ্ছেন বড় অঙ্কের ঋণ। এ ছাড়া বড় ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা যেহেতু পরিচালনা পর্ষদের হাতে, সেক্ষেত্রে এই বিষয়েও হস্তক্ষেপ করেন তারা। ভুয়া, অস্তিত্ববিহীন, নামসর্বস্ব ও খেলাপি প্রতিষ্ঠানের নামে শত শত কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দিয়ে ব্যাংকের সম্পদ খুঁইয়ে চলেছেন সরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্যরা। বেশ কয়েকটি ব্যাংকে ঘুরে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিতদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিচালনা পর্ষদের প্রভাবশালী সদস্যদের অনৈতিক নির্দেশ মানতে বাধ্য হচ্ছেন কর্মকর্তারা। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ পরিচালকদের বিরুদ্ধে অনৈতিক সুবিধাভোগের বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থা নেওয়ার যেন কেউ নেই।

এদিকে সরকারি ব্যাংকে একের পর এক ঘটে যাওয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য পরিচালনা পর্ষদকে দায়ী করেছেন স্বয়ং অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনিও চান– শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, যথাযথ মানদ- চেয়ারম্যান ও পরিচালক নিয়োগ হোক। পর্ষদ গঠনে যথাযথ যোগ্যতা, মানদ- বিবেচনায় নেওয়া হয় না বলে স্বীকার করেছেন তিনি। এরপরও সংশোধন হয় না সরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। অর্থ আত্মসাৎ ও লুটপাটের ঘটনায় বেশি সমালোচিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সোনালী ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংক। সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের খুশি করে হলমার্ক ও অন্য একটি গ্রুপ সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ব্যাংকটির সার্ভার হ্যাক করে পাচার হয়েছে আড়াই লাখ ডলার। মাটির নিচ থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ব্যাংকের একাধিক শাখার ভল্ট থেকে চুরি হয়েছে টাকা। এছাড়া ব্যাংকটিতে বড় অঙ্কের অনেক খেলাপি ঋণ আদায় নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সংশয়।

এদিকে রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বিলি-বণ্টন ও ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ– এমন অভিযোগ সর্বত্র। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান লুটেপুটে খেয়েছেন এখানকার সম্পদ। বেসিক ব্যাংকে যা ঘটেছে, তা শ্রেফ ডাকাতি বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। এদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সবসময়ই কিছু না কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবেন। অনেক সময় আমাদের পছন্দও ঠিক হয় না। এ কারণে অসুবিধায় পড়তে হয়।'

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জালিয়াতির জন্য পরিচালনা পর্ষদ ও সরকারের তদারকির অভাবকে দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রী। তার মন্তব্য– 'অনিয়মের পেছনে পরিচালনা পর্ষদ দায়ী। এক্ষেত্রে সবাই মিলেই দোষটা মেনে নিতে হবে। কেননা আমাদের পর্যবেক্ষণ অত শক্তিশালী ছিল না।' অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। সরকার এখন ব্যাংকে রাজনৈতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে। অভিজ্ঞ ও পারদর্শীদেরই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে।'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ : [illegible] DEC 2017

অপসারণের আদেশ হাইকোর্টে স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের (এনআরবিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান মুজিবর রহমানকে অপসারণের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি মো. আতাউর রহমান খানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রুলসহ এ আদেশ দেন।

এর আগে ৫ ডিসেম্বর ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী মুজিবর রহমানকে এমডি পদ থেকে অপসারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ওই অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করেন এনআরবিসির এমডি।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও হামিদা চৌধুরী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আইনজীবী রোকনউদ্দিন মাহমুদ সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অপসারণ আদেশ স্থগিত করেছেন আদালত।

NRB BANK

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

অফিস করছেন এনআরবিসির এমডি দেওয়ান মুজিবর রহমান

অপসারণের ওই সিদ্ধান্ত কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানান আইনজীবী হামিদা চৌধুরী। তিনি বলেন, অর্থসচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ সাত বিবাদীকে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

যোগাযোগ করা হলে দেওয়ান মুজিবর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অপসারণের সিদ্ধান্তের ওপর আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। আমি আগের মতোই অফিস করছি। শুক্রবারও অফিস করব, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে, প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আদালতের আদেশ পেলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

ঋণ বিতরণে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে দেওয়ান মুজিবর রহমানকে অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি তাঁর ওপর দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা পর্যন্ত তিনি আর্থিক খাতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না।

অপসারিত এমডির বিরুদ্ধে অনিয়মের ১০টি অভিযোগ তুলেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তার সব কটিই সঠিক প্রমাণিত হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত স্থায়ী কমিটিতে। তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার ১০ মাস পর এসে বাংলাদেশ ব্যাংক অপসারণ করে। এই সময়ে ব্যাংকটির অবস্থা আরও দুর্বল হয়। শাস্তি ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে এর আগেও আদালতে যান মুজিবর রহমান।

এর আগে একই প্রক্রিয়ায় বেসিক ও অগ্রণী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে তাঁরা আইনের আশ্রয় নেননি।

ভোরের পাতা

DEC 2017

ছোট ঋণে খেলাপি ২২ হাজার কোটি টাকা

■ সাজেদুর রহমান

- খেলাপি ঋণ আদায়ে আলাদা কোম্পানি হচ্ছে
- সাত বছরে এসএমই ঋণখেলাপি বেড়েছে সাড়ে ৮ গুণ

ব্যাংকিং খাতে ঋণখেলাপি অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু বড় নয়, ছোট ঋণেও খেলাপি বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। গত সাত বছরের ব্যবধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) দেওয়া ঋণে খেলাপি বেড়েছে ৮৫০ শতাংশ বা সাড়ে ৮ গুণ। অর্থাৎ ২০১০ সালে এসএমই খাতে খেলাপি ঋণ ছিল আড়াই হাজার কোটি টাকা। ২০১৬ সালে তা ২২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এই প্রেক্ষিতে খেলাপি ঋণ আদায়ে আলাদা কোম্পানির কথা ভাবছে সরকার। গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এর অংশ

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ছোট ঋণে খেলাপি ২২

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হিসেবে বড় ঋণখেলাপিদের যৌথভাবে তদারকি করা, ঋণ আদায়ে বেসরকারি কোম্পানি গঠন ও দক্ষ ব্যাংক কর্মকর্তাদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব ইউনুসুর রহমান এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশের ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সূত্র জানায়, ব্যাংক খাতের জন্য খেলাপি ও কু-ঋণ আদায়ে আলাদা কোম্পানি নিয়োগ করা হবে। অনেক দেশেই খেলাপি ঋণ আদায়ে এ রকম প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ কোম্পানি গঠনের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, ঋণ আদায়ে বেসরকারি পর্যায়ে এজেন্ট নিযুক্ত করা হলে জটিলতা বাড়তে পারে। গ্রাহক ও ব্যাংক প্রধানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কা থাকবে। ফলে ঋণ আদায় কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। সে জন্য আলাদা কেম্পানি গঠনের বিষয়ে গভীর বিচার-বিশ্লেষণের কথা বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুরে বিআইবিএমের 'ইমপ্যাক্ট অব এসএমই ফাইন্যান্সিং অন ব্যাংকস প্রফিটেবিলিটি : এন এনকয়্যারি অ্যাক্রোস ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, এসএমই ঋণে অপব্যবহার হচ্ছে। অন্য খাতে এ ঋণ চলে যাচ্ছে। তার ফলে খাতটিতে বড় ঋণের মত লাফিয়ে খেলাপি ঋণ এতটা বাড়ছে। অবশ্য এর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দায়ী করা হয়েছে। এসএমই গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালে এসএমই খাতে সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল ২ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা। এ খাতের অর্থছাড়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালে ছিল ২১ শতাংশ। এ সময়ে মোট অর্থছাড় হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে খাতটিতে একই সময়ে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সালে এসএমই খাতে খেলাপি ঋণ ছিল মাত্র ২ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ৬১ কোটি টাকায়। এর পরের বছর তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৩৪২ কোটি টাকায়। ২০১৬ সালে আরও চার হাজার খেলাপি ঋণ যুক্ত হয়ে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, সরকারি ব্যাংকগুলো অনেক ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় কাজ করে। রাষ্ট্রের অনেক খাতে তারা কমিশন না নিয়ে সেবা দিচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে আরও বদলাতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী বলেন, এসএমই খাতে অর্থায়ন ব্যাংকের মুনাফায় তেমন প্রভাব পড়ছে না। কিন্তু আজকের এসএমই আগামী দিনে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে এসএমই খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে।

জানা যায়, দেশে ১০০ কোটি টাকার ওপরে অনেক ঋণখেলাপি রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, বড় খেলাপিদের তদারকিতে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। বড় খেলাপিদের বিষয়ে তদারকি কঠোর করতে হবে। এ জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : **The Daily Star**

তারিখ : 08 DEC 2017

Exports retain momentum

November earnings $3.06b

STAR BUSINESS REPORT

Exports retained its growth momentum in November fetching $3.06 billion on the back of higher shipments of garments, jute and jute goods, frozen fish and footwear.

Last month's receipts rose 6.22 percent compared to the same month last year when Bangladesh shipped goods worth $2.88 billion, according to the Export Promotion Bureau.

EXPORT EARNINGS

In billions of $

SOURCE: EPB

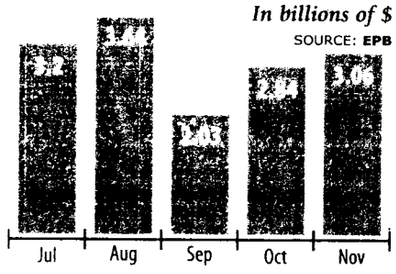

The momentum also helped exports cross the $3-billion mark again after a gap of two months.

Compared to the previous month's earnings of $2.84 billion, exports grew 7.74 percent in November beating the target of $2.87 billion set by the commerce ministry for the month.

The total shipment in the July-November period stood at $14.56 billion, a 6.86 percent rise year-on-year.

Garments that account for 82 percent of the total national exports logged $11.96 billion in the first five months of the fiscal year, up 7.46 percent from the same period a year ago.

Knitwear exports went up 10.86 percent year-on-year to $6.24 billion in July-November while woven garments rose 3.99 percent to $5.72 billion.

Md Siddiqur Rahman, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, however, said garment shipment should grow 12-15 percent a year to hit the $50 billion export target by 2021.

Rahman put forward some suggestions to help bolster exports: offering cash incentives to exporters and improving infrastructure at Chittagong Port and Hazrat Shahjalal International Airport.

Exports of leather and leather goods, the second largest export earning sector after garments, declined 2.95 percent year-on-year to $518.15 million in the period.

READ MORE ON B3

Exports retain momentum

FROM PAGE B1

Within the same category, exports of leather footwear, however, grew 8.55 percent.

Shipment of jute and jute goods, another top earner, surged 16.51 percent to $451.16 million.

Jute yarn and twine saw their earnings rise while shipment of raw jute, jute sacks and bags fell.

Export of frozen fish, live fish and shrimp increased 10.78 percent to $272.40 million, which is 32.05 percent higher than the target for the period.

Pharmaceuticals raked in $43.14 million in July-November, up 23.33 percent compared to that in the same period a year ago. Furniture shipment grew 36.54 percent to $18.87 million.

Bangladesh exported goods worth $34.66 billion in the last fiscal year and aims to earn $37.50 billion this year.

Rahman called for measures so that exporters can ship goods through direct cargo flights.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
[illegible] ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : The Daily Sun

তারিখ : 0 8 DEC 2017

Remittance inflow increases by 10.76pc in 5 months

Expatriate Bangladeshis sent US$ 5,768.54 million remittances during the first five months of the current fiscal 2017-18, which is 10.76 percent higher than the same period of the preceding year.

According to Bangladesh Bank (BB), the country received $5,208.12 million remittances during July to November of 2016-17 financial year. "The flow of remittances into the country rebound in the current fiscal 2017-18 as BB has taken some measures to streamline the legal channel for encouraging Non Resident Bangladeshis (NRBs) to send home money," BB Deputy Governor Abu Hena Mohammad Razee Hassan told BSS in Dhaka on Thursday.

He said the recent flow of remittance indicates that it is gradually increasing and this trend is likely to continue in the upcoming months. According to the BB data, the country received $1,214.75 million in November, $1162.77 million in October, $856.87 million in September, $1,418.58 million and $1,115.57 million in July, 2017.

But in 2016-17, the country received $951.37 million in November, $1,010.99 million in October, $1,056.64 million in September, $1,183.61 million in August and $1,005.51 million in July.

BB is trying to create awareness among the expatriates to send remittances through proper channels, said Hassan.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক আমাদের সময় তারিখ : 0 8 DEC 2017

ভারতে টাকা পাচারে জড়িত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মচারীরা

হারুন-অর-রশিদ ●

ইয়াবা ও হেরোইন সেবনের উপকরণ হিসেবে বাংলাদেশের ২ ও ৫ টাকার নোট ভারতীয়দের কাছে অনেক জনপ্রিয়। এ জন্য এসব নোটের পাচারও আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। আর এই ২ ও ৫ টাকার নোট ভারতে পাচার করছেন স্বয়ং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী ও কয়েকজন সিবিএ নেতা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট থেকে নতুন টাকা নিয়ে ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) নেতা হুমায়ন কবীর মোল্লার বিরুদ্ধে। জাতীয় শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের নেতা হিসেবে দাপটের সঙ্গে এ রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করছেন তিনি। কীভাবে, কারা সীমান্তের ওপারে টাকা পাচার করছেন, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে খুলনা অফিস। কিন্তু সেই তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করছেন হুমায়ন কবীর মোল্লা।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাউন্টার থেকে নতুন টাকা নিয়ে রাজধানীতে প্রকাশ্যে বসছে জমজমাট নতুন 'টাকার হাট'। এখন নেশাখোরদের জন্য টাকার বান্ডিল সরবরাহ করছেন ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা। ২ ও ৫ টাকার নোট তারা বিক্রি করছেন এর থেকে বেশি দামে। অভিযোগ উঠেছে, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন শ্রমিক লীগের নাম ভাঙিয়ে বাংলাদেশের টাকা ভারতে বিক্রি করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিবিএ নেতারা।

গত ১৫ নভেম্বর যশোর বেনাপোলে ১ লাখ ৩২ হাজার টাকার ২ ও ৫ টাকার নোট জব্দ করে বর্ডার

সিবিএর এক নেতাকে ঘিরে তদন্ত

ইয়াবা সেবনে ব্যবহার হয় ২ ও ৫ টাকার নোট

গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এর মধ্যে ২ টাকার নতুন নোট ছিল ৫০ হাজার পিস। ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অফিসের সিবিএ সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবীর মোল্লা বিনিয়ম মূল্য দিয়ে এই পরিমাণ ২ টাকার নতুন নোট কাউন্টার থেকে নেন। একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা এই পরিমাণ নোট সরাসরি নিতে পারেন না। তাকে ওই নোট দেওয়ার জন্য সুপারিশ (স্লিপ) করেন ওই অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার। বেনাপোল বন্দরে ধরাপড়া ৫০ হাজার পিস ২ টাকার নতুন নোট হুমায়ন কবীর মোল্লার নেওয়া কিনা তা দেখতে ২০ নভেম্বর তদন্ত শুরু করে খুলনা অফিস। ওই অফিসের একজন জিএমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি ঘটনাটি তদন্ত করছে। কিন্তু সেই তদন্তে হুমায়ন কবীর মোল্লা বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তদন্ত অব্যাহত রাখলে অফিসপ্রধানদের বদলির জন্য আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন সিবিএ নেতারা। টাকাপাচারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে খুলনা অফিস। তবে প্রধান কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা বলেন, সীমান্তে কিছু নোট ধরা পড়ছে বলে শুনেছি। জব্দ করা টাকা আমাদের কাছে এলে বুঝতে পারব এটি কোন অফিস থেকে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও নতুন নোট দেওয়া হয়। জব্দ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

ভারতে টাকা পাচারে জড়িত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করা টাকার বিষয়ে কার কাছ থেকে গেছে, সেটি আমাদের কাছে না এলে বলা যাবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক বলেন, হুমায়ন কবীর মোল্লা কাউন্টার থেকে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো পাচার করেননি। আমরা বলেছি– তদন্ত করেন, যদি সেটি তার নেওয়া টাকা হয়, তা হলে ব্যবস্থা নেন। এ ছাড়া তিনি যদি কোনো প্রকার চাপ দিয়ে বেশি টাকা নিয়ে থাকেন, সেটিও বের করেন। হুমায়ন কবীর মোল্লা দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আমরাও ব্যবস্থা নেব।

সংশ্লিষ্টরা জানান, টাকা বেচাকেনা নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এবং গুলিস্তানে প্রকাশ্যে জমজমাট 'টাকার বাজার' রয়েছে। এসব 'বাজারে' টাকা সরবরাহ করছেন সিবিএ নেতা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা। এসব বিষয় জানার পরও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সূত্র জানায়, ভারতের ইয়াবাসেবীদের কাছে বাংলাদেশের ২ টাকার ব্যাপক চাহিদা। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ থেকে দুই টাকার নোট পাচার হচ্ছে। এতে বিনিময়মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ পাচ্ছেন পাচারকারীরা। ভারতের হিরোইনসেবীদের কাছেও ২ ও ৫ টাকার নোটের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় এর পাচার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। নোট পাচারের ঘটনায় যশোর বেনাপোল পোর্ট থানায় চারটি মামলা দায়ের হয়েছে।

বাংলাদেশি সাধারণ নাগরিকরা নতুন নোটের বান্ডিল ব্যাংক থেকে নিতে পারেন না। বছরে দুই ঈদের সময় স্বল্পপরিমাণ নতুন নোট ব্যাংক থেকে বিনিময় করে নেওয়া যায়। এর বাইরে অন্য কোনো সময় নতুন নোট নেওয়ার সুযোগ নেই। সাধারণ মানুষ নতুন নোট না পেলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এবং গুলিস্তানের 'নোটের বাজার' থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

আমাদের সময়ের বেনাপোল প্রতিনিধি জানান, গত দেড় বছরে অন্তত তিনবার পাচারকালে এই নোট জব্দ করা হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৫ নভেম্বর বেনাপোল চেকপোস্ট নোম্যান্সল্যান্ড এলাকা থেকে ১ লাখ ৩২ হাজার টাকার বাংলাদেশি ২ ও ৫ টাকার নতুন নোট জব্দ করে বিজিবি। তবে এ সময় পাচারকারীদের কেউ আটক হয়নি। এর আগে ৩ নভেম্বর ২ টাকা মূল্যমানের ২৬ হাজার টাকার নতুন নোট জব্দ করে বিজিবি। ওই ঘটনায় মোহাম্মদ নাসিম নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। এর আগে ২৩ অক্টোবর আটক করা হয় ৪০ হাজার টাকা (২ টাকার নোট)। ওই সময়ও কাউকে আটক করতে পারেনি বিজিবি।

খুলনা প্রতিনিধি জানান, হুমায়ন কবীর মোল্লা সিনিয়র কেয়ারটেকার পদে কর্মরত। তার বাড়ি খুলনার তেরখাদায়। তিনি সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমানের গ্রুপে রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবে তার কাছে খুলনা অফিসের কর্মকর্তারা অনেকটা অসহায়। তার বিরুদ্ধে ওভারটাইম, প্রভাব খাটিয়ে কর্মচারীদের বদলিতে অর্থগ্রহণসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর জন্য কোনো কর্মকর্তাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান না। ছোট কর্মচারী হলেও হয়রানির ভয়ে তাকে অন্যত্র বদলি করার সাহসও দেখান না কর্মকর্তারা।

The Financial Express

Exchange Rate

December 7, 2017

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Thursday.**

Selling rates to public (outward remittance)

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	82.9000	98.0945	111.2391	0.7450	83.9557	65.0945	62.9108
Janata Bank	82.9500	98.6849	111.7329	0.7387	84.3643	65.3458	--
Agrani Bank	82.9700	98.9378	112.2719	0.7480	84.1559	65.1106	62.7921
Rupali Bank	82.9800	98.7827	112.0687	0.7482	84.8774	65.8585	63.3664
FCBs							
StanChart	82.9400	99.1395	112.1610	0.7520	85.7414	66.2800	64.0468
PCBs							
SEBL	83.0000	99.4398	112.9789	0.7484	85.7147	65.0039	63.4399
BRAC Bank	82.9900	102.7201	115.8286	0.7745	87.5044	67.8735	65.1191
Prime Bank	82.9500	99.6932	113.0194	0.7535	84.5547	65.2004	62.8621
AB Bank	82.9900	100.7537	112.8361	0.7570	84.8625	65.8976	--
Uttara Bank	82.9500	100.0669	111.9218	0.7497	83.9398	65.0469	62.8787

Buying rates from public (inward remittance)

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	82.2000	96.5437	109.7250	0.7239	82.6485	63.8977	61.7507
Janata Bank	82.2000	96.4416	109.6280	0.7305	83.0200	64.1769	--
Agrani Bank	82.1900	96.2842	109.7367	0.7207	82.7338	63.9409	61.9617
Rupali Bank	82.2500	96.5879	109.5669	0.7236	82.7059	63.8687	61.6987
FCBs							
StanChart	81.9500	95.5494	108.5722	0.7154	81.5833	62.5504	60.4428
PCBs							
SEBL	82.1000	96.1891	109.3753	0.7202	82.9712	63.9806	61.6937
BRAC Bank	82.0000	96.3689	109.3521	0.7280	82.7377	63.0675	61.5849
Prime Bank	82.0000	95.9340	109.2983	0.7214	82.3399	63.6271	61.6508
AB Bank	82.0000	96.1142	108.3925	0.7188	82.0654	63.1910	--
Uttara Bank	82.0000	95.9926	108.8256	0.7267	82.7778	63.8813	61.6932

Selling rates to importers

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	82.9500	98.4121	111.3061	0.7454	84.2579	65.1338	62.9487
Janata Bank	83.0000	98.7203	111.7731	0.7390	84.3946	65.3693	--
Agrani Bank	82.9900	98.9614	112.2987	0.7481	84.1661	65.1262	62.8072
Rupali Bank	83.0000	98.8064	112.0955	0.7484	84.8977	65.8741	63.3816
FCBs							
StanChart	82.9500	99.1494	112.1722	0.7520	85.7500	66.2866	64.0532
PCBs							
SEBL	83.0000	99.4398	112.9789	0.7484	85.7147	65.0039	63.4399
BRAC Bank	83.0000	102.7501	115.8786	0.7750	87.5344	67.8815	65.2191
Prime Bank	83.0000	99.7523	113.0864	0.7539	84.6053	65.2395	62.8998
AB Bank	83.0000	100.8037	112.8861	0.7580	84.9425	65.9776	--
Uttara Bank	83.0000	100.1259	111.9887	0.7502	83.9903	65.0859	62.9165

SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	82.0800	96.4028	109.5649	0.7228	82.5279	63.8044	61.6605
Janata Bank	82.0500	95.9526	109.1869	0.7276	82.6869	63.9194	--
Agrani Bank	82.0400	96.1072	109.5359	0.7194	82.5822	63.8238	61.8484
Rupali Bank	82.1300	96.4462	109.4063	0.7226	82.5847	63.7740	61.6081
FCBs							
StanChart	81.7588	95.3264	108.3188	0.7137	81.3930	62.4044	60.3018
PCBs							
SEBL	82.1000	96.1891	109.3753	0.7202	82.9712	63.9806	61.6937
BRAC Bank	81.8918	96.1553	109.1196	0.7250	82.6326	62.9830	61.5047
Prime Bank	81.7768	95.6706	108.9996	0.7194	82.1143	63.4529	61.4824
AB Bank	81.7500	95.6838	107.9264	0.7147	81.7561	62.9367	--
Uttara Bank	81.7989	95.7286	108.4009	0.7241	82.4749	63.6391	61.4653

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.